রোগপ্রতিরোধে ঢেঁড়স

ঢেঁড়স অতি পরিচিত একটি সবজি, যা বাজারে পাওয়া যায় সারা বছর। এর রয়েছে অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা। ঢেঁড়সে ভিটামিন এ, বি ও সি ছাড়াও রয়েছে উচ্চমাত্রার ফাইবার ও অন্যান্য খনিজ উপাদান।

ঢেঁড়সে প্রতি ১০০ গ্রামে ভক্ষণযোগ্য অংশে আমিষ (১.৮ গ্রাম) ভিটামিন-সি (১৮ মিলিগ্রাম) খনিজ পদার্থ বিশেষ করে ক্যালশিয়াম (৯০ মিলিগ্রাম), লোহা (১ মিলিগ্রাম) ও আয়োডিন রয়েছে।

ঢেঁড়সের স্বাস্থ্য উপকারিতা
এতে ক্যালরির পরিমাণ খুবই কম। এতে থাকা ফাইবার উপাদান দীর্ঘক্ষণ আপনার ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলে ওজন থাকে নিয়ন্ত্রণে।

ঢেঁড়সের মধ্যে রয়েছে সলিউবল ফাইবার (আঁশ) পেকটিন; যা রক্তের বাজে কোলেস্টেরলকে কমাতে সাহায্য করে এবং অ্যাথেরোসক্লোরোসিস প্রতিরোধ করে।

এতে রয়েছে ক্যারোটিন, ফলিক এসিড, থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন, নিয়াসিন, অক্সালিক এসিড এবং অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড।

ঢেঁড়সে উচ্চমাত্রার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যা ক্যানসার রোগ সৃষ্টিকারী কোষগুলোকে ধ্বংস করে এ রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে। হাঁপানিতে খুব ভালো কাজ করে ঢেঁড়স। রোগটির হারবাল চিকিৎসায় ওষুধ হিসেবে ঢেঁড়স ব্যবহার করা হয়।

প্রতি একশ’ গ্রাম ঢেঁড়সে শূন্য দশমিক শূন্য সাত মিলিগ্রাম থায়ামিন, শূন্য দশমিক শূন্য ছয় মিলিগ্রাম নিয়াসিন ও শূন্য দশমিক শূন্য এক মিলিগ্রাম রিবোফ্লাভিন রয়েছে। যা ডায়াবেটিস রোগীর স্নায়ুতন্ত্রে পুষ্টি সরবরাহ করে সতেজ রাখে। ঢেঁড়সে রয়েছে প্রচুর আঁশ যা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। সহজে হজম হয় বলে বিপাকক্রিয়ায় সহায়তা করে।

নিয়মিত ঢেঁড়স খেলে লোহিত রক্তকণিকার উৎপাদন বেড়ে যায়। ফলে সহজেই রক্তশূন্যতা দূর হয়।

ঢেঁড়সের মধ্যে রয়েছে অনেক ঔষধি গুণ। এর মধ্যে রয়েছে আঁশ, ভিটামিন এ, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট। এটি রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়।

গাংনীতে যত্রতত্র বিক্রি শিশু খাদ্য, নেই প্রশাসনিক নজরদারি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন মুদি দোকানসহ ভ্রাম্যমাণ দোকানে অবাধে শিশু খাদ্য বিক্রি হলেও প্রশাসনিক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছেনা।

ব্যবসায়ীদের(বিক্রেতাদের) শারীরিক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান করা হলেও তদারকি নেই সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের। শিশু খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন মাঠে না নামলে শিশু স্বাস্থ্য হুমকির মুখে পড়ছে বলে মন্তব্য শিশু বিশেষজ্ঞদের। শিশু খাদ্য বিক্রি, উৎপাদন ও বাজারজাত করার সরকারি আইন থাকলেও তা প্রয়োগ নেই বলে অভিযোগ শিশু অভিভাবকদের।

মুদি দোকানে সাজানো প্লাস্টিকের কৌটায় বিস্কুট, আইসক্রিম, আইসবার, সরবত ও বেকারি ফুড বিক্রি করা হলেও কৌটার গায়ে নেই উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠানের নাম, উৎপাদন তারিখ এবং মেয়াদ । বিভিন্ন রং, বিভিন্ন স্বাদে আকৃষ্ট হয়ে এসব খাদ্য খেয়ে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা।

জানা গেছে, গাংনী উপজেলার বিভিন্ন শহর এবং গ্রামে হাজারো শিশু খাদ্য বিক্রির দোকান রয়েছে। এদের মধ্যে ৬ শতাধিক দোকানের তালিকা রয়েছে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের কাছে। এদের মধ্যে ৩ শত বিক্রেতাকে প্রিমিসেস ফিটনেস, মেডিকেল ফিটনেস প্রত্যয়ন প্রদান করেছে জেলা সিভিল সার্জন অফিস। তাতে শুধু মাত্র বিক্রেতার কোনো প্রকার ছোঁয়াচে বা কুষ্ঠ রোগ আছে কি না তা উল্লেখ রয়েছে। তাও আবার একই ব্যক্তি এই প্রত্যয়ন নিয়ে দীর্ঘদিন ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন। তাদের সতর্কতামূলক কোনো প্রশিক্ষণ বা নিয়মও বেধে দেয়া হয়নি।

ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা থেকে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে দেদারছে বিক্রি করছে শিশু খাদ্য। শিশু খাদ্য বিক্রির বিষয়ে বিধি নিষেধ সম্পর্কে নূন্যতম ধারনা নেই ব্যবসায়ীদের।

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ভ্রাম্যমাণ কিছু গাড়ি এসে দোকানে দোকানে শিশু খাদ্য সাপ্লাই দিয়ে যায় । আকর্ষনীয় রং আর স্বাদের হওয়ায় শিশুরা ঝুকছে সেসকল খাদ্যের দিকে।

গাংনী নবীণপুর গ্রামের সেন্টু জানান, তার ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ুয়া মেয়ে বাড়িতে ভাত না খেয়ে দোকান থেকে ঝাল মুড়ি আর নিম্ন মানের চানাচুর খেয়ে স্কুলে আসে। শারীরিক দূর্বলতার কারণে সে প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে। কয়েকদিন আগেও অসুস্থ হলে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয় তাকে।

ভাটপাড়া গ্রামের হাবিবুর রহমান জানান, দোকানের বিস্কুট আর পানীয় পান করে ক্ষুধামন্দায় ভুগছে তার মেয়ে হাফিজা।

চৌগাছার আনোয়ার হোসেন জানান, সকালে উঠেই ছেলে মেয়ে বায়না ধরে মুদি দোকানের বিস্কুট আর আইসবার খাওয়ার জন্য, না দিলে ছেলে মেয়ে কান্নাকাটি করে। বাড়ির খাবারের প্রতি তাদের অনীহা।

মাইলমারি গ্রামের মুদি ব্যাবসায়ী রনি জানান, প্রতিবেশী দোকান গুলোতে শিশুদের আকৃষ্ট করার মত অনেক খাবার রয়েছে। আমার দোকানে না থাকায় বেচাকেনা কম হতো। প্রতিবেশী দোকানদারের দেখাদেখি আমাকেও এখন শিশুদের খাবার রাখতে হয়।

গাংনীর মালশাদাহের বসুন্ধরা কফি হাউজ, ইট এন্ড ইনজয়, বাঁশবাড়িয়ার লিখন কফি হাউজকে ফিটনেস সার্টিফিকেট নেবার কথা বললেও তারা নেইনি বলে জানান সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

গাংনী উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মশিউর রহমান জানান, মাঝেমধ্যে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হলে ব্যবসায়ীরা সতর্ক হবে। আমাদের জনবলের অভাবে তা হয়ে ওঠেনা।

গাংনীতে নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের অফিসে একজন অফিস সহায়ক পদ থাকলেও ১১ বছর ধরে তা শূণ্য রয়েছে। সব কাজ আমাকেই সামলাতে হয়। ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেল্থ (আই,পি,এই) এর অনুমোদন ব্যতীত শিশু খাদ্য বাজারজাত করা নিষেধ থাকা সত্বেও যেখানে সেখানে শিশু খাদ্য বিক্রি ও বাজারজাত করা হচ্ছে এ বিষয়ে প্রশাসন কেন তৎপর নয় এমন প্রশ্নের জবাব মেলেনি।

শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ সাদিয়া সুলতানা বলেন, নিম্ন মানের খাবার খেয়ে শিশুদের কিডনি এবং মেধা বিকাশ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। খাবারে

অরুচি শিশুদের বেড়ে ওঠাতে বাধাগ্রস্থ করবে, শিশুরা ভুগবে অপুষ্টিজনিত নানা রোগে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এম রিয়াজুল আলম বলেন, শিশু খাদ্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে দায়িত্ব দেয়া আছে। তিনি উপজেলা প্রশাসনকে সাথে নিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে যারা অবৈধ ব্যাবসায়ী রয়েছে বা নিম্ন মানের খাদ্যসামগ্রীর সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন, শিশু খাদ্য বিক্রি’র যে যথাযথ আইন আছে তা অমান্য করার কোনো সুযোগ নেই। ভ্রাম্যমাণ অনেক দোকানে শিশু খাদ্য বিক্রি হচ্ছে। এ বিষয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হবে।

মেহেরপুরে নতুন করে ৫ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুর নতুন করে আরও ৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তের চারজনই মেহেরেপুর সদরের অপর জন মুজিবনগর উপজেলার বাসিন্দা। এ ছাড়াও একটি ফলোআপ পজেটিভ আছেন।

রবিবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় ১৮ জনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টের মধ্যে নেগেটিভ আসে ১২ জনের। আর পজেটিভ আসে ৬ জনের। এর মধ্যে একটি ফলোআপ।

তিনি আরো জানান, এ পর্যন্ত সর্বমোট ফলাফল এসেছে ৪৭৪৫ টি, সর্বমোট পজিটিভ ৬৯১ জন, সুস্থ ৫৯৯ জন, মৃত্যু ১৬ জন ও ট্রান্সফার্ড ৫৪ জন।

বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ২২ (সদরে-১৬, গাংনীতে- ৩ ও মুজিবনগরে- ৩) জন।

ভিন্ন সূূত্রে পাওয়া আক্রান্তরা হলেন- মেহেরপুর শহরের মল্লিক

পাড়ার ফাতেমাতুজ যোহরা(৪৪), রফিকুল ইসলাম(২৩), কাশারী পাড়ার আবু সুফিয়ান(৬২), বোস পাড়ার তৈবুর রহমান(৬৪), অপর জন হলেন মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের তাহাজ উদ্দিন(৭৭)।

ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তির রেকর্ড

চলতি নভেম্বরে দেশে সর্বোচ্চ ২১৯ জন ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এর আগে জানুয়ারিতে ১৯৯ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সেপ্টেম্বরের পর আক্রান্তের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কথা থাকলেও উল্টো বাড়ছে। অক্টোবরেও থেমে থেমে বৃষ্টির কারণে ডেঙ্গুর বিস্তার ঘটেছে।

এর আগে, গত ফেব্রুয়ারিতে ৪৫ জন, মার্চ ২৭ জন, এপ্রিলে ২৫ জন, মে মাসে ১০ জন, জুনে ২০ জন, জুলাইয়ে ২৩ জন, আগস্টে ৬৮ জন, সেপ্টেম্বরে ৪৭ জন ও অক্টোবরে ১৬৩ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হন।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। সূত্র জানায়, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত মোট ৮৪৬ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে ৭৫৬ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

নাইজেরিয়ায় ১০ দিনে পীত জ্বরে ৭৬ জনের মৃত্যু

নাইজেরিয়ার তিনটি প্রদেশে ১০ দিনের ব্যবধানে মহামারী পীত জ্বরে ৭৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি

দিয়ে শনিবার এ খবর প্রকাশ করেছে সিনহুয়া।

দেশটির রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের প্রধান চিকোয়ি ইহিকিউআজু বলেন, ১ থেকে ১১ নভেম্বরের মধ্যে ডেল্টা প্রদেশে ৩৫ জন, এনুগুতে ৩৩ জন এবং বাউচি রাজ্যে ৮ জন মারা গেছে।

এছাড়া এ সময়ের মধ্যে এ তিন রাজ্যে ২২২ সন্দেহভাজন রোগী এবং ১৯ জন নিশ্চিত পীতজ্বরে আক্রান্ত হয়েছে।

পীতজ্বরের প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে টিকা দেয়ার কাজ চলছে বলেও জানান দেশটির রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের প্রধান। আক্রান্তদের মধ্যে বেশিরভাগই ১ থেকে ৫৫ বছর বয়সী পুরুষ। রোগীদের মধ্যে জ্বর, মাথাব্যাথা, জন্ডিস, পেটে ব্যথা, রক্ত বমির মতো উপসর্গ রয়েছে।

হজমশক্তি বৃদ্ধিতে মিষ্টি কুমড়া

মিষ্টি কুমড়া, একটি অতিপরিচিত দেশীয় সবজি। ভিটামিনে ভরপুর এই সবজি সহজলভ্য। শীতকালীন এ সবজিতে ভিটামিন ‘এ’ ছাড়াও যে অন্যান্য পুষ্টিগুণে ভরপুর তা অনেকেই হয়তো জানি না।

পুষ্টি উপাদান: যুক্তরাষ্ট্রের এগ্রিকালচার’স ফুড ডেটা সেন্ট্রাল বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, এক কাপ বা ২৪৫ গ্রাম রান্না বা সেদ্ধ করা (লবণ ছাড়া) মিষ্টি কুমড়ায় রয়েছে- ১.৭৬ প্রোটিন, ২.৭ গ্রাম আঁশ, ৪৯ ক্যালরি, ০.১৭ গ্রাম ফ্যাট, ১২ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট। এতে কোলেস্টেরল নেই।

এছাড়াও এতে রয়েছে- ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ভিটামিন ই, রিবোফ্লোবিন, পটাশিয়াম, কপার, ম্যাংগানিজ, থায়ামিন, ভিটামিন বি৬, ফলিত, প্যানটোথেনিক অ্যাসিড, নিয়াসিন, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম ও ফসফরাস।

মিষ্টি কুমড়ার রয়েছে অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা-

১. আগেই বলেছি মিষ্টি কুমড়াতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ রয়েছে। বিটাক্যারোটিন সমৃদ্ধ এই সবজি চোখের জন্য খুবই ভালো। ভিটামিন এ-এর অভাবজনিত অন্যান্য রোগেও মিষ্টি কুমড়া উপকারী।

২. মিষ্টি কুমড়াতে রয়েছে ৩৩ মিলিগ্রাম বিটাক্যারোটিন। বিটাক্যারোটিন এক ধরনের শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। ত্বকের ফ্রি রেডিকেলের ক্ষতি প্রতিরোধে মিষ্টি কুমড়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ মিষ্টি কুমড়া ক্যানসার প্রতিরোধে সহায়তা করে। আর্টারির দেয়ালে চর্বির স্তর জমতে বাধা দেয়। ফলে মিষ্টি কুমড়া নিয়মিত খেলে হৃদরোগও প্রতিরোধ করা যায়।

৪. মিষ্টি কুমড়াতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি। যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলে সর্দি-কাশি, ঠান্ডা লাগা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

৫. মিষ্টি কুমড়াতে থাকা প্রচুর ম্যাগনেশিয়াম ও পটাশিয়াম হাইপারটেনশন এবং হৃদরোগ দূরে রাখে।

৬.মিষ্টি কুমড়ায় প্রচুর পরিমাণে আঁশ থাকায় হজমশক্তি বৃদ্ধি ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সহায়তা করে।

কালীগঞ্জে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস পালিত

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস পালিত হয়েছে এবং একই সাথে কালীগঞ্জ ডায়াবেটিক সমিতির ৬ষ্ট প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

শনিবার সকালে সমিতির অফিস কক্ষে প্রধান অতিথি ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনার কেক কেটে দিবসটির সূচনা করেন।

দিবসটি উপলক্ষে স্বাস্থ্য বিধি মেনে সমিতির অফিস কক্ষে আয়োজিত

অনুষ্টানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শিবলী নোমানী। কালীগঞ্জ ডায়াবেটিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক গোলাম রসুলের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্টানে আরো উপস্থিত ছিলেন, কালীগঞ্জ ক্রীড়া ফেডারেশনের সভাপতি বাবু অজিৎ কুমার ভট্টাচার্য, সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শিবুপদ বিশ্বাস,

সাংবাদিক সোহেল আহম্মেদ, জামির হোসেন, আশিকুর রহমান সোহাগ, রিয়াজ মোল্লা, সমাজসেবক আব্দুল মতিন পাতা মিয়া ও ইফনুচ আলীসহ কালীগঞ্জ রিপ্রেজেন্টেটিভ এ্যাসোসিয়েশন (ফারিয়ার) সদস্যবৃদ।

কুষ্টিয়ায় মাস্ক না পরায় জেল ও জরিমানা

কুষ্টিয়ায় মাস্ক না পরায় মোঃ নিয়ামত ওরফে নিমাই (৫০) নামের এক ফল ব্যবসায়ীকে কারাদণ্ড প্রদান করেছে ভ্রাম্যমান আদালত। একই সাথে আরও ১১ জনকে জরিমানা করা হয়।

শনিবার সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রিজু তামান্না।

এ সময় তিনি বলেন, মাস্ক পরে বাড়ির বাইরে বের হওয়া নিশ্চিত করতে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শনিবার শহরতলীর মঙ্গলবাড়ীয়া বাজারের এক ফল ব্যবসায়ীর মাস্ক ব্যবহার না করায় মোঃ নিয়ামত ওরফে নিমাই (৫০) নামের এক ব্যক্তিকে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ-নিয়ন্ত্রণ-নির্মূল আইন ২০১৮ ধারা মোতাবেক দুইদিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

এছাড়া একই আইনে আরও ১১জনকে বিভিন্ন অংকে মোট ৩ হাজার ৬শ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রায় দিনই জেলা শহর ছাড়াও

বিভিন্ন উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান পরিচালনা করছেন। করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমণ প্রতিহত করতে এমন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

নিবন্ধন ছাড়াই চলছে ৭৪১০ হাসপাতাল

সারা দেশে অবৈধভাবে কার্যক্রম চালাচ্ছে ৭ হাজার ৪১০টি বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার। এরা নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেনি। বেঁধে দেয়া সময়ও শেষ হয়ে গেছে।

ফলে এদের হাতে এখন বৈধ কোনো লাইসেন্স নেই। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেককে সুযোগ দেয়ার পরও নিবন্ধনের জন্য আবেদনই করেনি।

এ হিসাবের বাইরে আরও দেড় হাজারের বেশি প্রতিষ্ঠান আছে যাদের কোনো কাগজপত্র নেই। স্বাস্থ্য অধিদফতরও এদের হদিস জানে না। এরা সবাই বছরের পর বছর ধরে নিজেদের খেয়ালখুশিমতো প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে আসছে।

এসব হাসপাতালে নেই প্রয়োজনীয়সংখ্যক চিকিৎসক, নার্স এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম।

এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা নিতে গিয়ে অনেকেই ক্ষতির মুখে পড়েছেন, অঙ্গহানির ঘটনাও ঘটেছে। সর্বশেষ বেঁধে দেয়া সময় পার হয়ে গেছে দু’মাস আগে। এরপরও কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

জানা গেছে, ১৯৮২ সাল থেকে এ পর্যন্ত স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে নিবন্ধন নিয়ে সারা দেশে ১৫ হাজারের কিছু বেশি প্রতিষ্ঠান হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক, ব্লাডব্যাংক পরিচালনা করে আসছে।

বর্তমানে স্বাস্থ্য অধিদফতরের কাছে তালিকা আছে ১৩৪২৬টির। বাকি দেড় হাজারের বেশি প্রতিষ্ঠানের কোনো হদিস নেই। অথচ প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

অধিদফতর এখন এই সাড়ে ১৩ হাজার প্রতিষ্ঠান ধরেই হিসাব কষছে। চলতি বছর সেই তালিকা থেকে নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে ৬ হাজার ১৬টি। ত্রুটিপূর্ণ আবেদনসহ নানা কারণে বাকি সাত হাজার ৪১০টির লাইসেন্স নবায়ন হয়নি।

ফলে এসব প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন ছাড়া অবৈধভাবে চলছে। অথচ যাদের লাইসেন্স আছে তাদের প্রতি বছর নবায়ন করার কথা।

এ ব্যাপারে বাধ্যবাধকতাও আছে। কিন্তু বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান তা মানছে না। নিবন্ধন হালনাগাদ করতে (লাইসেন্স নবায়ন) চাপ দিলেও কাজ হচ্ছে না।

স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা ও প্রশাসনকে ম্যানেজ করে নবায়ন ছাড়াই রমরমা বাণিজ্য চালাচ্ছে কয়েক হাজার হাসপাতাল ও ক্লিনিক।

এ পরিস্থিতিতে দেশের বেসরকারি হাসপাতাল-ক্লিনিক-ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোকে শৃঙ্খলায় আনতে চলতি মাসের ৮ তারিখ দেশের সব সিভিল সার্জনদের প্রতি নির্দেশ দেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক।

ওইদিন তিনি ভিডিও কনফারেন্সে সব বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) এবং সিভিল সার্জনদের পরের তিন কার্যদিবসের মধ্যে নিজ নিজ জেলায় অনিবন্ধিত, অবৈধ ও নিয়মবহির্ভূতভাবে পরিচালিত সেবার মান খারাপ এমন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার নির্দেশ দেন তিনি।

এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিয়ে প্রয়োজনে সিলগালা করে মহাপরিচালকে অবগত করতে নির্দেশ দেয়া হয়। ৯ নভেম্বর এ সংক্রান্ত আদেশ জারি হয়।

তবে তিন কর্মদিবস ইতোমধ্যে শেষ হলেও কোনো জেলা বা বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত তথ্য এখনও আসেনি। তাই কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

এদিকে অধিদফতরের এক প্রভাবশালী কর্মকর্তা জানান, মহাপরিচালক এসব নির্দেশ দেয়ার পর অনেক সিভিল সার্জন হাসপাতাল শাখায় চাপ সৃষ্টি করছেন।

যাতে তার জেলার সব বেসরকারি হাসপাতালের নিবন্ধন হালনাগাদ করা হয়। তবে বেসরকারি হাসপাতালের নিবন্ধন প্রক্রিয়া অটোমেশনে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ইচ্ছামতো লাইসেন্স নবায়ন করা সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. এবিএম খুরশীদ আলম যুগান্তরকে বলেন, লাইসেন্স নবায়নের বিষয়টি একটি চলমান প্রক্রিয়া। আমি সব সিএসদের বলেছি জেলা থেকে তালিকা পাঠাতে।

তারা রোববার পর্যন্ত সময় নিয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের জনবল স্বল্পতা রয়েছে। তালিকা ধরে নিয়মবহির্ভূত হাসপাতাল-ক্লিনিকে অভিযান চালিয়ে সেগুলো বন্ধ করা হবে।

তবে একসঙ্গে সব জায়গায় হয়তো অভিযান চালানো যাবে না। আমি সিভিল সার্জনদের বলেছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অনিবন্ধিত হাসপাতালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে।

বর্তমানে অধিদফতরের তালিকায় মোট ১৩ হাজার ৪২৬টি বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৩ হাজার ৮৬৮টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ২ হাজার ৬৮৫টি, রাজশাহী বিভাগে এক হাজার ৮৩৪টি, রংপুর বিভাগে এক হাজার ৬২টি, খুলনা বিভাগে এক হাজার ৭১৭টি, বরিশাল বিভাগে ৮২০টি, সিলেটে ৫৭৯টি এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৮৬১টি।

এ তালিকাভুক্ত ছয় হাজার ১৯টি প্রতিষ্ঠান তাদের নিবন্ধন হালনাগাদ করছে এ বছর। এর মধ্যে ৩ হাজার ৮২৩টি ডায়াগনস্টিক সেন্টার। ২ হাজার ১১৩টি হাসপাতাল এবং ৮০টি ব্লাডব্যাংক। এ ছাড়া ৩ হাজার ৪১৯টি প্রতিষ্ঠান তাদের সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে।

তারা নিবন্ধন পাবে। তবে হাতে পেতে আরও কতদিন লাগবে তা নিশ্চিত নয়। বাকি ৪ হাজার ৩০২টি প্রতিষ্ঠান এখনও তাদের নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্নই করেনি।

এসবের বাইরে আরও দেড় হাজারের বেশি আছে যাদের কোনো কাগজপত্র নেই। স্বাস্থ্য অধিদফতরও এদের ব্যাপারে কিছুই বলতে পারছে না।

গত ২৬ জুলাই কোভিড-১৯ বিষয়ক শক্তিশালী টাস্কফোর্স গঠন করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। এরপর ৮ আগস্ট টাস্কফোর্সের দ্বিতীয় সভায় বেসরকারি হাসপাতালের লাইসেন্স নবায়ন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

পাশাপাশি সেই সভা শেষে টাস্কফোর্সের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ২৩ আগস্টের মধ্যে বেসরকারি হাসপাতালের লাইসেন্স নবায়ন করতে হবে।

এই সময়ের মধ্যে যারা নবায়নে ব্যর্থ হবে তাদের হাসপাতালের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হবে। এ ধরনের সিদ্ধান্তের পর দু’মাসের

বেশি সময় পার হয়ে গেছে। কিন্তু কারও কার্যক্রম বন্ধ করা হয়নি।

সবাই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এদের অনেকেই অনিয়ম করছে। এতে কেউ চোখ হারাচ্ছে, কেউ মারা যাচ্ছেন। এরপর দু-একদিন সংশ্লিষ্টদের তৎপরতা বেড়ে যায়। এরপর সেই আগের অবস্থা।

অধিদফতরের হাসপাতাল শাখার কর্মকর্তারা জানান, প্রতি বছর ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর লাইসেন্স নবায়নের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ, সিটি কর্পোরেশনের ছাড়পত্র, কর সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য নথি প্রয়োজন।

এই আলোকে এসব হাসপাতালকে নিয়মিত নোটিশ দেয়ার পাশাপাশি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে স্বাস্থ্য অধিদফতর। কিন্তু এসব কাগজপত্র দিতে পারে না বলে লাইসেন্স নবায়ন করতে আসে না বেসরকারি এসব প্রতিষ্ঠান।

অধিদফতরের আরেকটি সূত্র জানায়, ২০১৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক পরিপত্রে বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের নিবন্ধন ফি এবং নিবন্ধন নবায়ন ফি পাঁচ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে সর্বনিু ৫০ হাজার ও সর্বোচ্চ আড়াই লাখ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

এরপর পাঁচ হাজার হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার লাইসেন্স নবায়ন করলেও বাকিরা লাইসেন্স নবায়ন করতে আসেনি। এছাড়া আবাসিক এলাকায় বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক না রাখার নির্দেশনা থাকার বিষয়টি নবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত জুলাই মাসে রিজেন্ট হাসপাতালের নানা অপকর্ম বেরিয়ে আসার পর দেশের বেসরকারি হাসপাতালগুলোর লাইসেন্সের বিষয়টি সবার নজরে আসে। তারপর দেশের সব বেসরকারি হাসপাতালের লাইসেন্স নবায়ন করতে সংশ্লিষ্টের নির্দেশ দেয়া হয়।

মেহেরপুরে নতুন করে ২ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুর নতুন করে আরও ২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্ত দুজনই মেহেরেপুর সদরের বাসিন্দা। এর মধ্যে একজন বয়স্ক মহিলা।

শুক্রবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় ১৪ জনের নমুনা পরীক্ষায় রিপোর্টের মধ্যে নেগেটিভ আসে ১২ জনের। আর পজেটিভ আসে ২ জনের। তিনি আরো জানান, এ পর্যন্ত জেলা থেকে সর্বমোট ফলাফল এসেছে ৪৭২৭ টি, সর্বমোট পজিটিভ ৬৮৬ জন, সুস্থ্য-৫৯৩ জন, মৃত্যু ১৬, ট্রান্সফার্ড ৫৪ জন।

বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ২৩ (সদরে-১৫, গাংনীতে- ৪, মুজিবনগরে- ৪) জন।

ভিন্ন সূূত্রে পাওয়া আক্রান্তরা হলেন- মেহেরপুর শহরের গোরস্থান পাড়ার আব্দুস ছাত্তার(৪৯) অপর জন হলেন আমঝুপির জানু বিশ্বাস (৭৫)।